মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৭০৫

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ১২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা হতে বিরত থাকবে

আরবী

وَعَن خُزَيمةَ بنَ جَزَيّ قَالَ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ. قَالَ: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ. قَالَ: «أَوَ يَأَكلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟» . رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيّ

বাংলা

২৭০৫-[১০] খুযায়মাহ্ ইবনু জাযী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যবু’ (খাওয়ার ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যবু’ কি কেউ খায়? তারপর আমি নেকড়ে বাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যার মধ্যে কল্যাণ আছে এমন কেউ কি নেকড়ে খায়? (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটির সানাদ দুর্বল)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৩২৩৫, মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭৯৬। কারণ এর সনদে ইসমা‘ঈল ইবনু মুসলিম একজন সমালোচিত রাবী যেমনটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন। ‘আবদুল কারীম ইবনু আবিল মাখারিক্বও একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟) ‘‘কেউ কি হায়েনা খায়?’’ এখানে প্রশ্নবোধক অব্যয়টি অস্বীকার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনু মাজাহ্-এর বর্ণনায় আছে, (ومن يأكل الضبع؟) এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে হায়েনা খায়? ‘আল্লামা সিন্দী বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য এ কথা ইঙ্গিত করে যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই তা অপছন্দ করে থাকে।

(أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبُ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟) ‘‘যার মধ্যে কল্যাণ আছে এমন কেউ কি নেকড়ে খায়?’’ এখানে خَيْرٌ শব্দটি أَحَدٌ -এর গুণ বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ তাক্বওয়া অর্থাৎ- আল্লাহ ভীতি। যারা হায়েনা খাওয়া হারাম বলে থাকেন তারা এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণে তা দলীলযোগ্য নয়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57265

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন